৭৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

মানসম্পন্ন স্কুলগুলো অতীত ঐতিহ্য ও সুনাম হারিয়ে ফেলছে

রাজধানীসহ দেশের শ'হরাঞ্চলের ভাল স্কুলগুলোতে ভর্তির চাপ প্রকট

মোঃ আবদুর রহিম ঃ রাজধানীসহ দেশের শহরাঞ্চলের ভাল স্কুলে ভর্তির চাপ প্রকট। রাজধানীতে আসনের তুলনায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০/১৫ গুণ। বছর গড়াতেই ঢাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ভর্তির প্রতিযোগিতা বাড়ছে। কিন্তু মানের দিক দিয়ে প্রথম স্থানের অধিকারী স্কুলগুলো একে একে অতীত ঐতিহ্য ও সুনাম হারিয়ে ফেলছে। এমতাবস্থায় ভর্তির সংকট নিরসনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ নেই।

শিক্ষা অধিদফতরের নির্দেশ মোতাবেক রমজান মাসেই সকল স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সে অনুযায়ী সকল স্কুলে ভর্তির ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে। ২/৪টি বেসরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও অধিকাংশ সরকারী-বেসরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা চলতি মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীতে সরকারী-বেসরকারী উচ্চমানের স্কুলের সংখ্যা ১৫টির মত। এসব স্কুলের আসন সংখ্যার তুলনায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০/১৫ গুণ। তাই একাধিক স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য ভর্তির ফরম সংগ্রহে অভিভাবকরা উর্ধ্বশ্বাসে এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে দৌড়াচ্ছেন। ভর্তি পরীক্ষায় সফলতার জন্য হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী চুক্তিভিত্তিক বা মাসে ২/৩ হাজার টাকার বিনিময়ে কোচিং সেন্টারসমূহে ভর্তি কোচিং নিচ্ছে। এ সুযোগে কোচিং সেন্টারসমূহ রমরমা ব্যবসা করে নিচ্ছে। এ চিত্র কম বেশী প্রতিটি শহরে।

ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তির চাপ অত্যধিক। উপরের শ্রেণীসমূহে আসনের তুলনায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ ক্রমান্বয়ে কম। ভর্তি করানোর জন্য বিত্তশালী ও প্রভাবশালী মহল তদবির বা অর্থের বিনিময়ে কেউ কেউ সফলতা অর্জন করলেও মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে তদবিরের ব্যর্থতাই বেশী থাকে। এমতাবস্থায় নিম্নমানের স্কুলে ভর্তি হওয়া ছাড়া তাদের বিকল্প থাকবে না।

রাজধানীর ভাল স্কুলগুলোতে ভর্তির ফরম সংগ্রহে ভিড় বাড়ছে। প্রতিবছরের মত এবারও প্রতিদিন ৮টি করে সরকারী স্কুলে ১০, ১১, ও ১২ জানুয়ারী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত সরকারী স্কুলে ভর্তির ফরম বিতরণ হবে। ৩ জানুয়ারী পর্যন্ত আইডিয়াল স্কুলে ভর্তির ফরম বিতরণ করা হয়েছে।

১ম শ্রেণীর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৯ জানুয়ারী, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৭ জানুয়ারী, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর ১৩ জানুয়ারী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রাইফেলস পাবলিক স্কুলে ৮ জানুয়ারী পর্যন্ত ফরম দেয়া হবে। ভর্তি পরীক্ষা হবে ১০ জানুয়ারী।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বছর গড়াতেই রাজধানীতে ভর্তির চাপ প্রকট থেকে প্রকট হচ্ছে। অথচ প্রথম মানের বেশ কিছু স্কুল ক্রমান্বয়ে তাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলের মধ্যে মতিঝিল, ধানমণ্ডি, ল্যাবরেটরী ও রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ছাড়া অন্যান্য স্কুলসমূহ তাদের গুণগত মান ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বেসরকারী স্কুলের মধ্যে ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল, আজিমপুর স্কুল, সিদ্ধেশ্বরী স্কুল (বয়েজ/গার্লস) ও পগোজ স্কুল, সেন্ট গ্রেগরী স্কুলসহ আরো বেশ ক'টি স্কুল তাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। এর ফলে প্রতিবছরই ভর্তি সংকটের মাত্রা তীব্র হচ্ছে। স্কুলের মান বৃদ্ধির প্রয়াস না নেয়ার ফলে ভর্তি সংকটের সমাধান আসছে না, বরং ভর্তি সংকট নিয়ে জাতীয় দৈনিকগুলোতে লেখালেখি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। ভর্তি সংকট সমাধানে স্কুলসমূহের মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে। আর এ দায়িত্ব নিতে হবে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। বিগত সরকারের আমলে শিক্ষা সচিব থাকাকালে জনাব এরশাদুল বারী মানসম্পন্ন স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে রাজধানীর প্রখ্যাত প্রধান শিক্ষকদের সহযোগিতা নিয়ে কিছু সংখ্যক স্কুলের মানোন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভিকারুন্নেছা, মনিপুর, আইডিয়াল হাই স্কুল ও মতিঝিল মডেল হাই স্কুলের ব্রাঞ্চ স্কুলসমূহ সে উদ্যোগেরই ফসল। এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হলে ভর্তি সংকট ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা সম্ভব বলে সংশ্লিষ্ট মহল অভিমত পোষণ করেছেন।

মনিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ সরদার আলীর সাথে কথা হলে তিনি বলেন, ভর্তি সংকট কমাতে হলে শহরের মোটামুটি ভাল স্কুলকে মানসম্পন্ন স্কুলে পরিণত করতে একটি সঠিক পরিকল্পনা নিতে হবে।